হরিবংশ

মহাভারত রচনার পর হরিবংশ অংশটি তার অঙ্গীভূত করা হয়। এই জন্য হরিবংশ অংশটির নাম 'খিল হরিবংশ' ('খিল' শব্দের অর্থ পরিশিষ্ট)। এই অংশে সঙ্গীতের উপাদান যথেষ্টই আছে।

হরিবংশে প্রধানতঃ গান্ধর্ব গানের বর্ণনা রয়েছে ; তবে সামগানের প্রসঙ্গও এতে রয়েছে। মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে, অভিষেক এবং অন্যান্য পুণ্য রাজকর্মে যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান হতো এবং এই সকল অনুষ্ঠানে সামগানের আয়োজন থাকতো। রামায়ণ ও মহাভারতের মত হরিবংশের সমাজেও লৌকিক ও বৈদিক-গান্ধর্ব ও সাম—এই উভয়বিধ গানের অনুশীলন ছিল। হরিবংশে বিষ্ণু উপাসনার প্রাধান্য থাকলেও শৈব মতের প্রচলন ছিল।

সমগ্র ব্রাহ্মণেরা সাম-গানের মাধ্যমে হরি তথা বিষ্ণু নারায়ণ, কৃষ্ণ-বাসুদেবের স্তব-স্তুতি ও উপাসনা করলেও বিদ্যাধর, নৃত্যশীলা দেবদাসী ও অপ্সরাগণ শঙ্করের স্তুতিগান করতো।

হরিবংশে সঙ্গীতের উপকরণ হিসেবে হল্লীস নৃত্য, ছালিকাগান, উগ্রসেন ও যাদবদের জলক্রীড়া, ভদ্রনটের সহায়তায় যাদবদের রামায়ণ অভিনয়াদি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

বাদ্যযন্ত্র হিসেবে হরিবংশের সময় তুম্বীবীণা, বল্লকী, মৃদঙ্গ, তূর্য, ভেরী, শঙ্খ, বেণু, বীণা, পণব, ঝর্ঝরী, ডিণ্ডিম প্রভৃতির উল্লেখ পাওয়া যায়।